যুগান্তর

তারিখ 18 FEB 2016
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম 2

ভিকারুন নিসা ও আইডিয়াল স্কুল

অবৈধ ভর্তি তদন্তে কমিটি

যুগান্তর রিপোর্ট

রাজধানীর ভিকারুন নিসা ও আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে অর্থের বিনিময়ে অবৈধভাবে ছাত্রছাত্রী ভর্তির অভিযোগ তদন্তে বুধবার কমিটি গঠন করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)। দুই সদস্যের এ কমিটির সদস্যরা হলেন মাউশির উপপরিচালক এসএম কামাল উদ্দিন হায়দার এবং তাজিব উদ্দিন। কমিটিকে ৫ কর্মদিবসের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মাউশির পরিচালক অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন। তিনি জানান, অভিভাবকদের অভিযোগের ভিত্তিতে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। জানা গেছে, ইতিপূর্বে অভিভাবকদের পক্ষ থেকে মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুনের কাছে অভিযোগ করা হয়। এতে বলা হয়, 'টাকার বিনিময়ে ও তদবিরের মাধ্যমে কয়েকশ' শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে এবং হচ্ছে। রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল ও ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজে এ ঘটনা ঘটছে। এ ক্ষেত্রে পরিচালনা কমিটির একাধিক সদস্য মূল ভূমিকা রাখছেন। প্রতি শ্রেণীতে নির্ধারিত আসনসংখ্যার চেয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করানোর মাধ্যমে মূলত পুরোপুরি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে।' নাম প্রকাশ না করে বেশ কয়েকজন অভিভাবক বলেছেন, সরকারের ভর্তি নীতিমালা লংঘন করে উল্লিখিত দুই স্কুল কয়েকদিন আগে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করে। অথচ এ ধরনের কাজ না করতে খোদ শিক্ষামন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন। মাউশি মহাপরিচালকও ডেকে কথা বলেছেন। কিন্তু পরিচালনা কমিটির এক শ্রেণীর সদস্য টাকার লোভে অবৈধভাবে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০১২ শিক্ষাবর্ষে আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজে নিয়মবহির্ভূতভাবে প্রথম শ্রেণীতেই এক হাজার ৩৩৭ জন অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছিল। ওই বিদ্যালয়ের তিনটি শাখায় (ক্যাম্পাস) বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ (ভার্সন) মিলিয়ে আসন ছিল ৮৪০টি। সেখানে ভর্তি করা হয়েছিল দুই হাজার ১৭৭ জন শিক্ষার্থী। ওই সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটি নীতিমালা লংঘন করায় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং পরিচালনা কমিটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করে। কিন্তু তদন্ত রিপোর্টের আলোকে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।